15

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 1 9 1999
পৃঃ ৫ কলাম ২

প্রতিক্রিয়া

# ক্যাডেটরা কেন পা

## হাসান শাহরিয়ার মোঃ নূরুজ্জামান

ধন্যবাদ বিনায়ক চক্রবর্তী শুভকে। ধন্যবাদ দিয়ে প্রবন্ধ শুরু করার কারণ এই নয় যে, তিনি ক্যাডেটদের প্রশংসা করেছেন তার লেখা এক চিঠিতে যা গত ৭ জুলাই, ভোরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। বরং এ কারণে যে, তিনি একটি সত্য ভাষণ উচ্চারণ করেছেন।

'আসলে সাধনা, সুশৃঙ্খলা ও নিয়মতান্ত্রিকতাই ব্যবধান গড়ে দিয়েছে।' 'ভোরের কাগজে' ক্যাডেট কলেজ সম্পর্কে যে সমস্ত লেখা পড়েছি তার অধিকাংশের বেলায় দেখেছি, সেখানে ক্যাডেটদের সাফল্য সম্পর্কে অহেতুক সন্দেহের সমাবেশ ঘটাবার চেষ্টা চলেছে। যার সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে প্রাবন্ধিক আলী সানোয়ারের 'উচ্চ প্রযুক্তি ও জনসম্পৃক্ততাই প্রতিরক্ষার মূল্য শক্তি' প্রবন্ধটি। এর একটি অংশে ক্যাডেটদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এতে তাদের অতিরিক্ত যোগ্যতা বৃদ্ধি পেলেও জ্ঞানার্জন কতোটুকু হয় সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কেননা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাগুলো এ কলেজেই হয় এবং তাদের শিক্ষকরাই ইনভিজিলেটরের দায়িত্ব পালন করেন।'

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ক্যাডেট কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় সত্যই এবং এক সময় হয়তো তাদের শিক্ষকরাও ইনভিজিলেটরের দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু প্রাবন্ধিকের সদয় অবগতির জন্য জানাতে চাই, গত পাঁচ বছর যাবৎ বোর্ড পরীক্ষার সময় ক্যাডেট কলেজ কেন্দ্রগুলোতে কোনো ক্যাডেট কলেজের শিক্ষক ইনভিজিলেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন না। বরং বাইরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত শিক্ষকরাই এ দায়িত্ব পালন করেন। আমি জানি না, প্রাবন্ধিকের এ তথ্যটি জানা ছিল কিনা। তবে জেনেও যদি তিনি বিদ্বেষপ্রসূত এমন লিখে থাকেন তাহলে আলাদা কথা।

এ সমস্ত অসত্য তথ্য দেশের মানুষকেও বিভ্রান্ত করে। কারণ তারা সাধারণত এসব তথ্য যাচাই করেন না। তবে আসল ব্যাপার হচ্ছে, বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইনভিজিলেটর নিয়োগ করা হলেও গত পাঁচ বছরের বোর্ড পরীক্ষায় ক্যাডেটদের ফলাফলে তা কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। এ সময় ক্যাডেটদের রেজাল্ট তো নিম্নগামী হয়ইনি বরং তা আরো উদ্ভাসিত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, কেন্দ্র বা ইনভিজিলেটর নয় বরং ক্যাডেটদের মেধা, সাধনা, সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতিই তাদের সাফল্যের চাবিকাঠি।

আর জ্ঞানার্জন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণও সম্পূর্ণ অবান্তর। কারণ মেডিকেল, বুয়েট, ঢাকা ভার্সিটিসহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষাগুলো তো ক্যাডেট কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় না। অথচ এ সমস্ত ভর্তি পরীক্ষায় ক্যাডেটদের নিয়মিত সাফল্য এটাই প্রমাণ করে যে. ক্যাডেট কলেজের ছয় বছরের শিক্ষাজীবনে একজন ক্যাডেট আশাতীত জ্ঞান অর্জন না করলেও অন্তত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত তাদের সহপাঠীদের চেয়ে কম জ্ঞান অর্জন করে না।

আমি দেখেছি, ক্যাডেটদের সম্পর্কে অনেকেই ভুল ধারণা পোষণ করেন। একজন সাবেক ক্যাডেট হিসেবে তাদের এ ভুল ধারণা ভাঙতে সহায়তা করা এবং একই সঙ্গে কেন ক্যাডেটরা বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় নিয়মিত ভালো ফল অর্জন করে তার একটা জবাব খোঁজার জন্যই এ লেখা লিখছি।

প্রথমেই আসা যাক ক্যাডেটদের ভর্তি প্রসঙ্গে। সারা দেশ থেকে অংশগ্রহণকারী হাজার হাজার পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীর মধ্য থেকে মেধা, স্বাস্থ্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বিবেচনায় সেরা ৫০ বা ৫৫ জন ছাত্র বা ছাত্রী (গার্লস ক্যাডেট কলেজের ক্ষেত্রে) প্রতিটি ক্যাডেট কলেজে ভর্তি করা হয়। ঢাকার হাতে গোনা দুএকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া একই শ্রেণীতে এতোগুলো মেধাবী ছাত্রের সমাবেশ আছে কিনা আমার জানা নেই। এর ফলে ক্যাডেটরা প্রথম থেকেই একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে লেখাপড়া করে যা তাদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে দেয় যা আমার মতে ভালো ফলের একটি অন্যতম প্রধান শর্ত।

এরপর আসে শিক্ষা পদ্ধতির কথা। ক্যাডেটরা প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তিন ঘণ্টা করে পড়াশোনা করে। যদিও সময়টি খুব দীর্ঘ নয়, কিন্তু পড়ালেখার এ ধারাবাহিকতা তাদের অনেকখানি এগিয়ে দেয়। ক্যাডেটরা বছরে ১০০ দিন ছুটি ব্যতীত ২৬৫ দিন কলেজে অবস্থান করে। যার মধ্যে শুধু বৃহস্পতিবার রাতে তারা প্রাত্যহিক রাত্রিকালীন প্রস্তুতিমূলক পাঠে অংশগ্রহণ করে না। সেদিন তারা টেলিভিশন দেখা সহ বিভিন্ন বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। তবে সে রাতেও কেউ পড়তে চাইলে রুমে বসে পড়তে পারে। তাই কলেজে অবস্থানকালীন ৪০টি বৃহস্পতিবার বাদ দিলেও বাকি ২২৫ দিনে প্রত্যহ তিন ঘণ্টা হিসেবে তারা প্রতিবছর মোট ৬৭৫ ঘণ্টা শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নিয়মিত বিকালে ও রাতে পড়ালেখা করে থাকে। নেহাত শারীরিক অসুস্থতা ছাড়া যার অন্যথা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমি মনে করি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের একজন ছাত্রের জন্য বার্ষিক ৬৭৫ ঘণ্টা পড়াশোনা যথেষ্ট। তাছাড়া ছুটির দিন এবং টেস্ট পরীক্ষার পর ক্লাস চলাকালীনও তারা পড়ালেখার সুযোগ পায়।

**যারা ক্যাডেট কলেজ সম্বন্ধে লিখবেন তাদের প্রতিও আম অনুরোধ থাকবে, লেখার আগে খোঁজ নিন। ক্যাডেট কলে ছাত্র-শিক্ষকরা ব্যথিত হন যখন তারা দেখেন তাদের সবা নিষ্ঠা ও পুরস্কারকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে।**

ক্যাডেটদের পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতা তাদের ভালো ফলের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। জুনিয়র ক্যাডেটরা মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া সিনিয়র ক্যাডেটদের সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে থাকে যা ... ছাত্রদের পক্ষে সবসময় পাওয়া সম্ভব ... ক্যাডেটরা নিজেরাও সহপাঠীদের মধ্যে ... আদান-প্রদান, তুলনা ও পরামর্শের মাধ্য... সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

এক্ষেত্রে ক্যাডেট কলেজের শিক্ষক... না বললেই নয়। একটি প্রতিষ্ঠানের সব ... শিক্ষাদানে সমান পারদর্শী হন না। ... কলেজের ক্ষেত্রেও তা সত্য। কিন্তু ... কলেজের শিক্ষকরা যে ক্ষেত্রে আলাদা ... তারা তাদের শত ভাগই উজাড় করে দিতে... করেন না। তারা সবাই সেরা শিক্ষক— ... আমি করবো না। কিন্তু ছাত্রদের সাহায... ব্যাপারে তাদের যে ঐকান্তিকতা অন্ত... প্রত্যক্ষ করেছি তা উল্লেখ করতেই হয়। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানেও তারা সমান মনো... যত্নবান যেখানে আজকাল অধিকাংশ অভি... একটি প্রধান অভিযোগ হচ্ছে শ্রেণীকক্ষে ... ঠিকমতো পড়ান না।

ক্যাডেটদের সাফল্যের একটি ... গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হচ্ছে পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধ... ১৫–২০ দিন পরপরই একটি পাক্ষিক ... অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া পর্ব সমাপনী, প্রি-... টেস্ট পরীক্ষা তো আছেই। টেস্ট পরীক্ষ... তারা অগ্রগতি যাচাই ও কলেজ ফাইনা... দুটি পরীক্ষা দিয়ে থাকে। এ খাতগুলো ... করে পরবর্তী সময়ে শিক্ষকরা আবার ... বিভিন্ন ভুল সম্বন্ধে সচেতন করে দেন। ... পরীক্ষায় কোন প্রশ্নের উত্তর কেমনভা... হবে, কোন বিষয়গুলোতে জোর দিতে ... সম্পর্কে ক্যাডেটরা একটি সম্যক ধারণ... করে যা নিশ্চিতভাবেই তাদের ... পরীক্ষাগুলোতে যথেষ্ট সহায়তা করে। আর ... বিভিন্ন উত্তরের উপস্থাপনা, হাতের লেখা ... বিষয়ে ক্যাডেটরা যথেষ্ট স্বতন্ত্র যা রা... অর্জিত হয় না। বরং তা ঐতিহ্যগ... ক্যাডেটরা তাদের অগ্রজদের কাছ থেকে ... থাকে।

কোনো প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ব...

কাগজপত্র সংগ্রহ কর
৪। নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফি
সময় ২৬ জুলাই ১৯
বেলা ১২-০০টায়
উপস্থিতিতে (যদি
তারিখে কোনো দরপ
৫। আর্থিক প্রস্তাবনা এব
ওপর ভিত্তি করে নির্ব
৬। উল্লেখিত অঞ্চলের ভ
পুনরায় আবেদন কর
৭। কোন প্রকার কারণ
সকল দরপত্র গ্রহণ
শুধুমাত্র নির্বাচিত প্রা

এপ্রোপ্রি

ডিএফপি-১৫২৮৮-১১/৭/৯৯ (৫"x২)
ডিস-১৬৭০/৯৯

গণপ্রজাত
নির্বাহী
স্থানীয় স
১২৯/এ, রোড
স্মারক নং-নিঃপ্রঃ/এলজিইডি/চট্ট
এলজিইডি
বিজ্ঞপ্তি

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধি
জেলার রাউজান থানাধীন ৩
৩৬,০৩,৪৫০.০০ টাকা) বাস্ত
উহার আওতাধীন সকল প্রকল্প
নবায়নকৃত ঠিকাদার/ঠিকাদা
২৯১১-তে সীলমোহরকৃত
দলিলাদি (১) অতিরিক্ত প্রধ
অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন,
বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রকল্পসমূ
প্রকৌশলীর কার্যালয়, এলজি
এলজিইডি, থানা-মিরেশ্বরাই/
বোয়ালখালী/পটিয়া/আনোয়ারা
দপ্তর হইতে আগামী ২৬-০
নির্ধারিত নগদ মূল্যে (অফে
৯৯ইং তারিখ বেলা ১-০০
করা হইবে এবং একই দিন
সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত
পাওয়া গেলে আগামী ০৩-